কথা একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, উক্তরূপ ভগবদধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে ভক্তির উদয় হওয়ায় সকলকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। "খং বায়ু মগ্নি সলিলং মহীঞ্চ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে। নিজের যে জাতীয় ভাব শ্রীভগবানে আছে, সেই ভাবেরই সত্ত্বা সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ; সেই বিষয়ে-শ্রীল ব্রজদেবীগণের উক্তিই দৃষ্টান্তরূপে দেখাইতেছেন—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ। ১০।২১

পূর্ব্বানুরাগপ্রসঙ্গে শ্রীল ব্রজদেবীগণ নিজ অন্তরঙ্গ সখীকে কহিলেন—দেখ-দেখ, শ্রীকালিন্দী ও শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মস্তকে বিরাজমানা মানসী গঙ্গা প্রভৃতি মুকুন্দের বেণুগান শ্রবণ করিয়া বক্ষঃস্থলে মন্মথের উদয়ের জন্য নিজপতির প্রতি গতি ভগ্ন হওয়ায়, জলাবর্ত্তরূপে প্রকাশ পাইতেছে। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে—ঐ নদীগণ মুকুন্দের প্রতি কান্তাভাবই লাভ করিয়াছে। অথবা ১০।৯০।১৫ শ্লোকে—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে।

হে কুররি! তুমি বিলাপ করিতেছ? এই রাত্রিতে তোমার নিদ্রা নাই? তুমি রাত্রিতে ঘুমাইতেছ না কেন? পট্টমহিষীগণ দ্বারকায় শ্রীমাধবের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও অনুরাগের চরম কক্ষায় প্রেমবৈচিত্র্য নামক অনুভাবে এইরূপে যাহা বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে চেতনা-চেতন সর্ব্বভূতে যে নিজ ভাবের স্বজাতীয়তা অনুভব করেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করা হইয়াছে। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যায় পরম ভাগবতগণ যে সর্ব্বভূতে নিজের অভীষ্ট ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যে হেতু ভগবদ্ভক্তগণমাত্রই অভেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার ফলরূপ মুক্তিতে তুচ্ছ বুদ্ধি করেন। বিশেষতঃ জীব ও ভগবানের ধর্ম্মগত পার্থক্য যে ব্রহ্মজ্ঞানে থাকে না, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ভাগবতের অত্যন্ত বিরোধী। অহৈতুকী অব্যবহিতা উত্তম-ভক্তির লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ ঘটে বলিয়া অন্তে ব্রহ্মজ্ঞান উত্তমাভক্তি হইতে পারে না। কারণ উত্তমাভক্তির লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছেন যে—ভক্তি অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদির সহিত অমিশ্রিতা এবং অহৈতুকী অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও কামনাশূন্যা, সেই উক্তি শ্রীভগবানে প্রযোজিতা হইলে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, একত্ব—এই পঞ্চবিধা মুক্তির প্রতি তুচ্ছবুদ্ধি আনিয়া দেয় এবং জীব ও ঈশ্বরে